দৈনিক [illegible]

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ...

কারিগরি শিক্ষার মান ও সুবিধ
বাড়েনি ৩০ বছরেও

হরণ রশীদ

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের বয়স বেড়েছে ঠিকই কিন্তু বয়সের তুলনায় বাড়েনি শিক্ষার মান ও সুযোগ-সুবিধা। আর াই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এদেশের কারিগরি শিক্ষার ল্যায়ন আশাপ্রদ নয়। ১৯৪৭ সালে ভারতীয় পমহাদেশ বিভক্তির পর থেকেই তদানীন্তন পূর্ব াকিস্তানে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের যাত্রা শুরু য়। সময়ের আবর্তে এ যাত্রা আর থেমে থাকেনি। এ র্যন্ত দেশের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অসংখ্য কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রায় সব ধরনের ট্রেডের কোর্সই চালু হয়েছে এসব প্রতিষ্ঠানে। কিন্তু এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নয়ন হয়নি শিক্ষার মানের– হয়নি কারিগরি শিক্ষার আধুনিকায়ন। ফলে পুঁথিগত বিদ্যায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়লেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উঁচুমানের ও দক্ষ কারিগরদের অভাব এখনও যথেষ্ট। ভাল ছাত্রছাত্রীদের কারিগরি শিক্ষার প্রতি অনীহা, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক স্বল্পতা, প্রয়োজনীয় ক্লাসের অভাব, শিক্ষকদের পদোন্নতি ও আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাবে কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজ করছে অসম্পূর্ণতা।

এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, সারা দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১ হাজার ২৩টি। এর মধ্যে কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ রয়েছে ১টি, ভোকেশনাল শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ২টি, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ২০টি, প্রাইভেট ইনস্টিটিউট অফারিং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ১৪টি, মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউট ১টি, গ্লাস এণ্ড সিরামিক ইনস্টিটিউট ১টি, গ্রাফিকস আর্ট ইনস্টিটিউট ১টি, ফরেস্টি কলেজ ১টি, কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১১টি, প্রাইভেট কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৯টি, প্রাইভেট ইনস্টিটিউট অফারিং ডিপ্লোমা কমার্স ৫টি, ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৫১টি, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১১টি, বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট ১টি, ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড সার্ভে ইনস্টিটিউট ১টি, ভোকেশনাল ট্রেনিং স্কুল ৬টি, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট ৬টি, টেকনিক্যাল স্কুল ৩টি, ইনস্টিটিউশন অফারিং বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ৩১৮টি, সেকেন্ডারী স্কুল অফারিং ভোকেশনাল ৫২৪টি, কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট ৭টি ও ইনস্টিটিউশন অফারিং এনএসএস রয়েছে ১টি।

জানা যায়, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ২০টি কোর্সে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৭১ হাজার ৬৪০ জন। এর মধ্যে ১ বছরের ডিপ্লোমা কারিগরি শিক্ষার ১২০ জন, ১ বছরের ডিপ্লোমা ভোকেশনাল শিক্ষার ৮০ জন, ১ বছরের সার্টিফিকেট ভোকেশনাল শিক্ষার ১২০ জন, ৩ বছরের ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ৫ হাজার ২৯০ জন, ৩ বছরের ডিপ্লোমা কৃষিতে ২ হাজার জন, ৩ বছরের ডিপ্লোমা মেরিনে ৪০ জন, ৩ বছরের ডিপ্লোমা

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মূল্যায়ন আশাপ্রদ নয়, ভাল ছাত্রছাত্রীরা অনাগ্রহী

সিরামিকসে ৪০ জন, ৩ বছরের ডিপ্লোমা ফরেস্ট্রিতে ৫০ জন, ২ বছরের ডিপ্লোমা কমার্সে ৫৬০ জন, ১ বছরের ডিপ্লোমা সার্ভে কোর্সে ৪০ জন, ৩ বছরের ডিপ্লোমা টেক্সটাইল ৩৬০ জন, ২ বছরের ভোকেশনালে ৫৬০ জন, ২ বছরের বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কোর্সে ১২ হাজার ৮০০ জন, ১ বছরের সার্টিফিকেট সার্ভে ফাইনাল কোর্সে ৬০ জন, ১ বছরের সার্টিফিকেট এমিনাশিপ কোর্সে ৮০ জন, ৬ মাসের সার্টিফিকেট বিজনেস টাইপিং কোর্সে ৪০ জন, ২ বছরের এসএসসি ভোকেশনাল কোর্সে ৩৬ হাজার ২০০ জন, ৩৬০ ঘণ্টার সেকেন্ডারী স্কুল বেসিক ট্রেড কোর্সে ১০ হাজার জন, এ বছরের জাতীয় দক্ষতামান কোর্সে ২০০ জন ও জাতীয় দক্ষতামান বেসিক কোর্সে ৩ হাজার জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে।

কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বিশাল সংখ্যা ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় ভাল ছাত্রছাত্রীরা কারিগরি শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয় না। বাংলাদেশ-জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের এক [illegible] পরিবারের ও লেখাপড়ার প্রতি বিমুখ ছেলেমেয়েরাই কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলে ভর্তি হয়। ফলে তাদের পরে ভাল ফলাফল করা হয় না। তবে এদের মধ্যেও অনেক মেধাবী ছাত্র থাকে যারা পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার অভাবে ত মেধার বহির্প্রকাশ ঘটাতে পারে না।

কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পর্যাপ্ত শিক্ষক (জানা গেছে, ঢাকা শহরে অনেক কারিগরি প্রশিক্ষণ নামকাওয়াস্তে চলছে। শিক্ষক না থাকার কারণে ত ট্রেডের কোর্সের ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় না। শিক্ষ ঘাটতির ফলে ছাত্রছাত্রীদের মাঝেও বিরাজ হতাশা। একটি সূত্র জানায়, কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলোতে আরও ২ হাজার শিক্ষকের প্রয়ো কারিগরি প্রশিক্ষকদের পদোন্নতি বন্ধ থাকার কারণে নিয়োগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। সূত্রটি জানায়, শিক্ষ একই পদে দশ পনের বছর চাকরি করার পরও ত পদোন্নতি দেয়া হচ্ছে না। আর এই জটিলতার ক পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের আগ্রহও নষ্ট হয়ে য এ ব্যাপারে শিক্ষকরা বহুবার উর্ধতন কর্তৃপক্ষের আবেদন করেও কোন ফল পায়নি।

আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে ধরনের অন্তরায়। সরেজমিনে কয়েকটি শিক্ষা প্রতি পরিদর্শনে দেখা যায় মান্ধাতা আমলের যন্ত্রপাতি ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। অনেক ট্রেডের কোন যন্ত্রপাতি ছাড়াই প্রশিক্ষণ কার্য সম্পন্ন কর কোর্স অনুযায়ী পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি না থাকার ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও ব্যবহারিক থাকে খুবই দুর্বল। ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এ কারিগরি শিক্ষার প্রসার তেমন পরিলক্ষিত হচ্ছে এখানকার ছাত্রছাত্রীরা বিদেশে লেখাপড়া করতে সমস্যার মুখে পড়ছে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয় নওশের আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে জানান, ডিপ্লোমার ক্ষেত্রে ৩ বছরের কোর্সটি বছরের করা হয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক এদেশের ডিপ্লোমা মূল্যায়ন পাবে। আধুনিক য সংযোজনের জন্য ১০ কোটি টাকার প্রজেক্ট হয়েছে। শীঘ্রই এই প্রজেক্টটি বাস্তবায়িত হবে তিনি জানান।